কৃষি তথ্য ভান্ডার

ফসল	পোকামাকড় নাম	ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে	পোকামাকড় চেনার উপায়	প্রধান ক্ষতির লক্ষণ
খেসারি	বিছা পোকা	পাতা	পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।	ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে । কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।
খেসারি	সাদা মাছি পোকা	পাতা , ফল	খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট	গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়। তাছাড়া এই পোকা মুগ ও মাসকলাইয়ে হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।
খেসারি	জাব পোকা	পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল	খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট	পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।
খেসারি	ফল ছিদ্রকারী পোকা	ডগা , ফল	কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।	প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।
বাঁধাকপি	জাব পোকা	পাতা	খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।	ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।
বাঁধাকপি	কপির লেদা পোকা	পাতা , ফল	এ পোকার ডিমগুলো গাদা করে ছাদের টাইলসের মত একটির উপর একটি সাজানো থাকে। কীড়ার মাথা লাল এবং হালকা থেকে হলুদাভ সবুজ বর্ণের। শরীরের পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে সমান্তরাল তিনটি ডোরা দাগ থাকে। শরীরের উভয় পাশে দুটি লম্বালম্বি দাগ থাকে।	এক সাথে অনেকগুলো কীড়া কপির বর্ধনশীল অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে কপির মাথা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায় ।
বাঁধাকপি	কপির কাটুই পোকা	গোঁড়া	মথ মাঝারি আকারের ধুসর রঙের কালছে ছোপ ছোপ ডোরাকাটা। পাখায় হালকা ঝালরের মতো সুক্ষ পশম থাকে। পিঠ বরাবর লম্বালম্বি হালকা ধূসর/ কালো চওড়া রেখা আছে। পুত্তলিতে গাঢ় বাদামি কাটার মতো অঙ্গ থাকে।	রাতের বেলা মাটি বরাবর চারার গোড়া কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ফেলন	বিছা পোকা	পাতা	পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে। কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।	ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।
ফেলন	ফল ছিদ্রকারী পোকা	ডগা , ফল	কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।	প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।
ব্রোকলি	ব্রোকোলির আর্মিওয়ার্ম	পাতা	এ পোকার ডিমগুলো গাদা করে ছাদের টাইলসের মত একটির উপর একটি সাজানো থাকে। কীড়া হালকা থেকে হলুদাভ সবুজ বর্ণের। শরীরের পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে সমান্তরাল তিনটি ডোরা দাগ থাকে। শরীরের উভয় পাশে দুটি লম্বালম্বি দাগ থাকে।	ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে । এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায় । কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে ।
ব্রোকলি	কাটুই পোকা	গোঁড়া	মথ মাঝারি আকারের, ধুসর রঙের, কালছে ছোপ ছোপ ডোরাকাটা। পাখায় হালকা ঝালরের মতো সূক্ষ পশম থাকে। পিঠ বরার লম্বা লম্বি হালকা ধূসর/ কালো চওড়া রেখা আছে। পুত্তলি গাঢ় বাদাম, কাটার মতো অঙ্গ থাকে।	রাতের বেলা মাটি বরাবর চারার গোড়া কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।
করলা	করলার কাঁঠালে পোকা	পাতা	ছোট সবুজাভ, নরম দেহ বিশিষ্ট	আক্রন্ত পাতা ঝাঁঝরা করে, পরে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পাড়ে ।
করলা	জাব পোকা	পাতা , ফল , ফুল	খুব ছোট সবুজাভ সাদা,নরম দেহ বিশিষ্ট	পাতা,ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।
করলা	ফলের মাছি পোকা	ফল	মাঝারি সাইজের	১। স্ত্রী মাছি ফলের সাধারণত নিচের দিকে চামড়া/খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পাড়ে এবং (ক) পানির মতো কষ বের হয়,পরে শুকিয়ে বা বাদামি আঠা হয়ে জমে থাকে।(খ) এখান থেকে জীবাণু দিয়ে পচন শুরু হলে ধুসর / কালো দাগ ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কীড়ার কালো মল দেখা যেতে পারে।(ঘ) ধীরে ধীরে ফল পচতে থাকে। (ঙ) কচি ফল লাল হয়ে ঝরে পড়ে। বাড়ন্ত ফল বিকৃতি আকার ধারণ করে।

ঢেঁড়স	ফ্লি বিটল পোকা	পাতা	ছোট কালো রঙের পোকা।	পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।
ঢেঁড়স	ঢেঁড়শের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা	ডগা , ফল	কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ। পাখাতে ছিট ছিট বাদামি দাগ থাকে।	পোকার কীড়া কচি ফল ও ডগা ছিদ্র করে ও ভিতরে কুরে কুরে খায়। এরা ফলের কুঁড়িও খায়।
ঢেঁড়স	শোষক পোকা/ হোপার/ শ্যামা পোকা	পাতা	হালকা হলদে সবুজ রঙের ছোট্ট পোকা। বেশির ভাগ সময় পাতার নিচের দিকে ছায়ায় থাকে।	কচি পাতার রস চুষে খাওয়ায় পাতা কুকড়ে নিচের দিকে বেকে আসে, পাতা বিবর্ণ হয়ে তামাটে রং ধারণ করে,পরে মারা যায়।
মিষ্টিকুমড়া	সুড়ঙ্গকারী পোকা	পাতা	লম্বাটে, কালচে কিংবা সাদাটে	ছোট কীড়া পাতার সবুজ অংশ সুড়ঙ্গ করে খেয়ে সুতার মতো আঁকা বাঁকা রেখা দাগ করে ফেলে। বেশি হলে পাতা শুকিয়ে মারা যায়।
মিষ্টিকুমড়া	থ্রিপস	কচি পাতা , ফুল	লম্বাটে, ধুসর, ছোট	কচি পাতা,ডগার রস খেয়ে দুর্বল করে ফেলে। ফুল ও কচি ফল চুষে দাগ ফেলে।
মিষ্টিকুমড়া	জাব পোকা	পাতা , ফল , ফুল	খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট	পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।
মিষ্টিকুমড়া	রেড পামকিন বিটল/ লাল বিটল	পাতা , কচি পাতা , ফল	লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির	পাতা ঝাঝড়া করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছের আগা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়।

মিষ্টিকুমড়া	ফলের মাছি পোকা 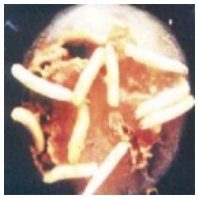	ফুল	মাঝারি সাইজের	১। স্ত্রী মাছি ফলের সাধারণত নিচের দিকে চামড়া/খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ডিম পাড়ে এবং (ক) পানির মতো কষ বেড় হয়, পরে শুকিয়ে বা বাদামি আঠা হয়ে জমে থাকে।(খ) এখান থেকে জীবাণু দিয়ে পচন শুরু হলে ধুসর / কালো দাগ ছড়িয়ে পড়ে। (গ) কীড়ার কালো মল দেখা যেতে পারে । (ঘ) ধীরে ধীরে ফল পচতে থাকে। (ঙ) কচি ফল লাল হয়ে ঝরে পড়ে। বাড়ন্ত ফল বিকৃতি আকার ধারণ করে।
ঢেঁড়স	লেদা পোকা	পাতা	লম্বাটে, ধুসর, ছোট।	এক সাথে অনেক পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে পাতা জালের মত হয়ে যায়। এ পোকা পাতা খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে।
ঢেঁড়স	ঢেঁড়শের জাব পোকা	পাতা	খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।	এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে। এর আক্রমণ বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং গাছ মরে যায়। পিপিলিকার উপস্থিতি জাব পোকার উপস্থিতিকে অনেক ক্ষেত্রে জানান দেয়।
চালকুমড়া	চাল কুমড়ার স্কোয়াশ বাগ পোকা	পাতা , ডগা	ধূসর রঙের ছোট পোকা	এরা ডগা ও পাতার রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।
ঢেঁড়স	ঢেঁড়শের পাতা মোড়ানো পোকা	পাতা	১০ মিলিমিটার আকারের হালকা হলদে থেকে হালকা বাদামি পাখাযুক্ত মথ। উভয় পাখায় আড়াআড়ি কালো রেখা আছে।	কীড়া অবস্থায় পাতা মোড়ায় এবং সবুজ অংশ খায়। এটি সাধারণত কচি পাতাগুলো আক্রমণ করে থাকে।
চালকুমড়া	সুড়ঙ্গকারী পোকা	পাতা	লম্বাটে, কালচে কিংবা সাদাটে	ছোট কীড়া পাতার সবুজ অংশ সুড়ঙ্গ করে খেয়ে সুতার মতো আঁকা বাঁকা রেখা দাগ করে ফেলে। বেশি হলে পাতা শুকিয়ে মারা যায়।
চালকুমড়া	সাদা মাছি পোকা	কচি পাতা , ফল , ফুল	খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট	পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

মটরশুঁটি	কাটুই পোকা	কাণ্ড	মাঝারি আকারের নিশিজীবী মথ। উপরের পাখা ছাই ও ধুসর রঙ্গের ছোপযুক্ত, নিচের কিনারা ঝালের মতো। এরা হালকা ধুসর থেকে কালচে তেলতেলা ধরণের।	এ পোকা রাতের বেলা চারা মাটি বরাবর গাছ কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।
চালকুমড়া	রেড পামকিন বিটল/ লাল বিটল	পাতা , ফল	লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির	পাতা ঝাঝড়া করে ফেলে। আক্রমণ বেশি হলে চারা গাছের আগা, ফুল ও কচি ফল আক্রান্ত হয়।